ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আইনি জটিলতায় অক্ষয়ের 'জলি এলএলবি থ্রি', শুটিং বন্ধের দাবি!

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপ: কোহলিকে নিয়ে যে পরামর্শ দিলেন সৌরভ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩২ ● কলকাতা ● ০২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৬ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে

আদালত অবমাননার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিকাণ্ডে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। হাইকোর্টের নির্দেশে নির্যাতনের অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই। সেখানে কেন পৃথক মামলা রুজু করে ধরপাকড় সন্দেশখালি থানার? কেন আদালতের নির্দেশ মতো সন্দেশখালিতে নেই সিসি ক্যামেরা, পর্যাপ্ত আলো, অভিযোগ করেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল।

বেড়মজুরের এক মহিলা বললেন, "রাত আড়াইটের সময়ে পুলিশ ঘরে ঢুকছে। বলছে তোমাকে যেতে হবে। বলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরের দরজার একটা তালা

এরপর ৩ পাতায়

এসএসসি মামলায় নতুন নাম,

এবার সিবিআই-র তদন্তে নয়া 'পর্দাফাঁস'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এসএসসি মামলায় নতুন নাম। এবার সিবিআই-র তদন্তে নয়া 'পর্দাফাঁস'! গত মাসে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে চাকরি যায় ২৫৭৫৩ জনের। এস এস সি ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলই বাতিল করে দেয় উচ্চ আদালত। পরে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য মামলা করলে সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিলেও খুঁজে বের করতে হবে যোগ্য আর অযোগ্য এই দুই পক্ষকে। জানা গিয়েছে, নায়েসার অত্যন্ত প্রভাবশালী কর্মী মুজাম্মিল হোসেন। নায়সার হয়ে এসএসসি-র ও কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে অফিসিয়ালি যোগাযোগ রাখতেন এই ব্যক্তি। কেবল কাজের সূত্রেই নয়, ব্যক্তিগত স্তরেও মুজাম্মেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তৎকালীন শিক্ষাকর্তাদের।

সিবিআই সূত্রে খবর, বর্তমানে এসসিসি-র সার্ভার সিজ করেছেন তারা। এরপরই সার্ভার ঘেঁটে মিলেছে একাধিক মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মত তথ্য। নজরে আসে একাধিক ইমেল। এস এস সি থেকে প্রথম ইমেল করা হয় নায়েসাকে। কমিশন মারফত ইমেল গিয়েছিল নায়সার কর্তা নিলাদ্রি দাস, নায়েসার প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ বনশল ও নায়েসার এই কর্মী মুজাম্মিল হোসেনকে। এবার এই বিস্ফোরক তথ্য ধরে এস এস সি মামলা কোন নয়া মোড় নেয় সেটাই দেখার।জানা গিয়েছিল প্রায় ২৬০০০ জনের মধ্য

এরপর ৩ পাতায়

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা থেকে

সরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা থেকে সরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ানোর কথা কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এবার সেই মামলা গেল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে।সেই এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। মঙ্গলবার মামলার শুনানি ছিল। এদিনই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতির দাবি, তিনি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সহকর্মী ছিলেন। তাই মামলা শুনবেন না। নিয়ম অনুযায়ী এবার এই মামলা ফিরে গিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে। তিনি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে পাঠালেন মামলাটি।

তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বেরয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতানেত্রীরাও তাতে অংশ নেন। হাসপাতাল মোড়ে মিছিল পৌঁছনোর পর ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। কারণ, এই হাসপাতাল মোড় এলাকাতেই চাকরিহারাদের নিয়ে তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছিল। অভিযোগ ওঠে, অনশনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর প্রত্যক্ষ

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর সভার কথা শুনে

ছুটেছিলেন চুঁচুড়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের সভা মানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। তার উপর এখন আবার ভোট। দিন রাত এক করে খাটছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভার কথা শুনে ছুটেছিলেন চুঁচুড়া। এদিন সেখানে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা ছিল তৃণমূল সুপ্রিমোর। সেখানেই গিয়েছিলেন পোলবার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরুষোত্তম পার্টি গ্রামের তৃণমূল কর্মী স্বপন মাঝি।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার হাসপাতালে যান। মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে তাঁর বাড়িতেও যান। দীর্ঘ সময় কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। বিধায়কই জানান, ৬ মাসে আগে একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন স্বপন। তারপর থেকে যদিও তিনি ভালই ছিলেন। কিন্তু, আচমকা ফের এই ঘটনা। কিন্তু কে জানত আর বাড়ি ফেরা হবে না তাঁর।

এরপর ৩ পাতায়

প্রশান্ত কিশোরের ভবিষ্যৎ বাণীতেই

বিজেপি মোট ৩০০ টা আসন পাবে বলে জানিয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ শুরু হয়েছিল বিজেপির 'আব কি বার, ৪০০ পার' স্লোগান দিয়ে। ইতিমধ্যে ৪ দফা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। ভোট দিয়ে দিয়েছেন প্রায় ৪০০ লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ। চার দফাতেই দেখা গিয়েছে, ভোটদানের হার বেশ কম। বিরোধীরা বলছেন, মানুষের মধ্যে মোদীকে ভোট দেওয়ার যে উৎসাহ ২০১৪ বা ২০১৯-এ দেখা গিয়েছিল, তা এবার উধাও।পিকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, উত্তর ও পশ্চিমে বিজেপির ন্যূনতম ক্ষতির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র প্রদেশে আগের থেকে বেশি আসন পেতে চলেছে বিজেপি। এক সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিকে বলছেন, "সমস্ত ভাষ্য এবং বিতর্কের পরও, আমি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বিজেপির আসন সংখ্যা কোনও অর্থবহ পতন দেখতে পাচ্ছি না। দক্ষিণ এবং পূর্বে, বিজেপির ভোট এবং আসন বাড়বে। এই দুই আসন সংখ্যা যোগ করলে, এখন বিজেপির আসন সংখ্যা প্রায় ৩০০ হবে। আমি কোন বড় ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না।" কিন্তু, ৪০০ পার কেন হবে না? পিকের মতে, এটা কখনই হওয়ার ছিল না। তিনি বলেছেন, "সংসদে প্রথমবার মোদীজি বলেছিলেন, বিজেপি ৩৭০ আসন এবং এনডিএ ৪০০ আসন ছাড়িয়ে যাবে। তারপর থেকে নির্বাচন শুরু হওয়া পর্যন্ত, বেশ কয়েক মাস ধরে, সবাই বিজেপি ৪০০ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, তাই নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। তিনি জিতবেন না হারবেন, সেই প্রশ্ন কেউ করেনি। এইভাবে

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের মধ্যে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন রেখা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে নিয়ে তুমুল চর্চা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রেখা পাত্র। সন্দেশখালির এই প্রতিবাদী গৃহবধূকে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে দাঁড় করিয়েছে গেরুয়া শিবির। এবার তিনি ভোটের মধ্যে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন।উল্লেখ্য, সন্দেশখালির স্টিং ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরেই রেখা পাত্র এবং গঙ্গাধর কয়ালের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সন্দেশখালির একজন ব্যক্তিই তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

চলতি মাসেই ভাইরাল হয়েছে সন্দেশখালির 'স্টিং ভিডিও'। সেখানে গঙ্গাধরকে বলতে শোনা যাচ্ছে, সন্দেশখালিতে যে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তা সাজানো। টাকার বিনিময়ে মহিলারা মিথ্যে অভিযোগ করেছেন! এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি বাংলা হান্ট। তবে গঙ্গাধরের দাবি, এই ভিডিও ভুয়ো। ইতিমধ্যেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সন্দেশখালির এই বিজেপি নেতা। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের কাছেও অভিযোগ করেছেন।বিগত কয়েকদিন ধরেই সংবাদের শিরোনামে রয়েছে সন্দেশখালি। পরপর কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। কার্যত প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সন্দেশখালি আন্দোলনের সত্যতা। এর মধ্যে একটি ভিডিওয় আবার সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও তিনি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ইতিমধ্যেই দ্বারস্থ হয়েছেন হাই কোর্টের। এবার আদালতে গেলেন রেখা।

জানা যাচ্ছে, পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা করেছে সেটা জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গেই উচ্চ আদালতের কাছ থেকে নিরাপত্তা এবং রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদনও করেছেন বিজেপি প্রার্থী। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর।

অন্যদিকে রেখাও এই ভিডিওটিকে ভুয়ো বলে দাবি করেছেন। সেই ভিডিওর জেরেই রেখা এবং গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে বসিরহাটের পদ্ম প্রার্থীর সন্দেহ, পুলিশের আরও মামলা দায়ের করে থাকতে পারে। সেই কারণেই মামলার সংখ্যা জানতে চেয়ে বুধবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন রেখা।

কেজরিওয়াল জামিন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অমিত সাহা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে । আপ সুপ্রিমোর জামিন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে এই কথাই বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচার করতে চেয়ে জামিন চেয়েছিলেন কেজরিওয়াল। সেই আর্জি মেনে তাঁর ২১ দিনের জামিন মঞ্জুর করেছে শীর্ষ আদালত।কেজরির মন্তব্যকে হাতিয়ার করে শাহের তোপ, "আমার মনে পরিষ্কার আদালত অবমাননা করছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উনি বলতে চাইছেন, যদি কেউ নির্বাচনে জেতে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জেলে ভরতে পারে না। দোষী সাব্যস্ত হলেও শীর্ষ আদালত কারাবাসের শাস্তি দিতে পারে না। আমার মনে হয় বিচারপতিদের ভেবে দেখা উচিত, কীভাবে তাঁদের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের রায়ের অপব্যবহার হচ্ছে।" ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি শীর্ষ আদালতের রায় 'নাপসন্দ' বলেই প্রশ্ন তুলে দিলেন শাহ?ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে আপের হয়ে প্রচার শুরু করেছেন কেজরি। আমজনতার কাছে তাঁর দাবি, আপকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে। সেটা হলেই আর জেলে ফিরতে হবে না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। এহেন পরিস্থিতিতেই একটি সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন শাহ । সেখানে তাঁর সাফ দাবি, কেজরির আবেদনকে আলাদা নজরে দেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেজরির জামিন নিয়ে প্রশ্ন করা হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তাঁর জবাব, "আইনের ব্যাখ্যা করার অধিকার আছে সুপ্রিম কোর্টের । কিন্তু আমার বিশ্বাস, কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিচার হয়নি। দেশের অনেকেই মনে করছেন, বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে কেজরিওয়ালকে।" শাহের মতে, শীর্ষ আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাওয়ার পরে কেজরিওয়াল আদালত অবমাননা করছেন।

আরো একবার শিরোনামে ভারতের সাথে

মালদ্বীপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরো একবার শিরোনামে ভারতের সাথে মালদ্বীপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক । বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই দুই দেশের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে। বিশেষ করে মালদ্বীপে মুইজ্জু সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারত বিরোধিতা ওঠে চরমে।তারপর ভারত সরকার মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখন ওই তিন বিমানের স্থায়ী ঠিকানা মাটিতেই। এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন ভারতের দেওয়া তিনটি বিমান ওড়ানোর জন্য তাঁদের সেনাবাহিনীতে দক্ষ পাইলট নেই। তাঁর কথায় ওই বিমান ওড়ানোর জন্য তাদের সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল সবে।

সব মিলিয়ে এমনিতেই মালদ্বীপের সাথে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন তলানিতে। জানা যাচ্ছে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুর নির্দেশের পর থেকে নানান আলোচনার পর ধাপে ধাপে মোট ৭৬ জন সেনাকে মালদ্বীপ থেকে সরিয়ে নিয়েছে ভারত সরকার।আরও এই কাজে মালদ্বীপের দোসর হয় ভারতের প্রবল প্রতিপক্ষ চীন। মালদ্বীপ চীনের সাথে হাত মেলানোয় ভারত বিরোধিতা আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

সে দেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাদের মালদ্বীপ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেনা সরানোর পর থেকেই এবার নিজেরাই ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছে খোদ মালদ্বীপ সরকার।

এখানে বলে রাখি মালদ্বীপকে দুটি হেলিকপ্টার এবং একটি ডোর্নিয়ার বিমান উপহার হিসেবে দিয়েছিল ভারত। এছাড়া তা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল ভারতীয় সেনাও পাঠানো হয়েছিল সেদেশে। কিন্তু ভারতের সাথে মালদ্বীপের সম্পর্ক দিনের পর দিন এতটাই তিক্ত হয়ে ওঠে যে শুধুমাত্র ভারতের বিরোধিতা করার জন্য মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু ঘোষণা করেছিলেন সে দেশ থেকে যেন ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

তবে মালদ্বীপের কাছে যে ওই তিন বিমান ওড়ানোর জন্য কোন প্রশিক্ষিত সেনা নেই সেই বিষয়টি মেনে নিয়েই মালদ্বীপের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন 'এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে একাধিক পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু নানান কারণে নাকি সেই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়নি।'

বিজেপি নেতা কর্মী

তৃণমূলে যোগ দিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার বিকেলে আমতার অমিত শাহের জনসভা থেকে তৃণমূলকে একহাত নেওয়ার এক ঘন্টা কাটতে না কাটতেই বিজেপিতে ভাঙন ধরাল তৃণমূল। সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়া দক্ষিন বিধানসভার সমরুক হাটে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে আয়োজিত এক নিবাচনী জনসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় এর উপস্থিতিতে বিজেপির হাওড়া জেলা পরিষদের পরাজিত প্রার্থী, শক্তি প্রমুখ সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা কর্মী তৃণমূলে যোগ দিল।মন্ত্রী পুলক রায় বলেন বাংলার মানুষ উলুবেড়িয়ার মানুষ মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিষেবা পেয়েছে। সেইজন্য মমতা বন্দোপাধ্যায়ের গ্যারান্টি একশো আর মোদির গ্যারিন্টি জিরো। মন্ত্রী বলেন রাজ্যের পাশাপাশি উলুবেড়িয়ার মানুষ সজ্ঘবদ্ধ হয়ে তৃণমূলের পাশে থেকেছে মমতা বন্দোপ্যাধায়ের পাশে থেকেছে। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়নের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আস্থা থাকায় আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৭ জন পঞ্চায়েত সদস্য সহ বিজেপির নেতারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। আজ যারা চোখে পদ্মফুল দেখছে তারা আগামী ৪ তারিখে চোখে সর্ষেফুল দেখবে। অন্যদিকে এদিক তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিজেপি নেতা কর্মীদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নে সামিল হতে তৃণমূলে যোগ দিলাম।শুধু বিজেপি নয় এদিন নিজেদের দল ছেড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিল। এদিন দলে যোগ দেওয়া কর্মীদের স্বাগত জানান রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। তিনি বলেন এদিন সিপিএমের একজন, কংগ্রেসের একজন, আইএস এফের দুইজন এবং তিনজন নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিল।

পঞ্চম দফার নির্বাচনের আগে

সব রাজনৈতিক দলের প্রচার চলছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চম দফার নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের প্রচার চলছে। এরই মধ্যে সপ্তম দফার দুই প্রার্থীকে নিয়ে বড়সড় অভিযোগ তুলল বিজেপি। একজন তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী মালা রায় ও অপরজন বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের মনোনয়নে চূড়ান্ত গলদ রয়েছে।বিজেপি এও উল্লেখ করেছে যে নো ডিউ সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ার জন্য তাদের বীরভূমের প্রার্থী দেবাশিস ধরের মনোনয়নও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাই হাজি নুরুলের ক্ষেত্রে হবে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা।

মালা রায়ের দাবি, এই অভিযোগ মিথ্যা। চক্রান্ত করা হচ্ছে, প্রার্থীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি জানান, ২০১৯-এর জুন মাস থেকে হাউস অব প্রফিট তিনি নেন না। আর চেয়ারপার্সন থাকাকালীন ২০১৯-এও ভোটে লড়েছিলেন তিনি। তিনি বলেন, 'বিজেপি হেরে যাবে বলে, এবার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।' আইন মেনে হয়নি বলেই দাবি করেছেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। মনোনয়ন বাতিলের আবেদনও জানিয়েছেন বিজেপি।

বিজেপি নেতা উল্লেখ করেছেন হাজি নুরুল ইসলাম মনোনয়ন দাখিল করেছেন গত ৭ মে। সরকারের ঘরে যে তাঁর কোনও বকেয়া নেই সেটা জানাতে হয় হলফনামায়। ২০১৪ সালের ১৮ মে পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাংসদ। সে ক্ষেত্রে ২০২৪-এর ১৮ মে দশ বছর পূর্ণ হলে নো ডিউ সার্টিফিকেট জমা করতে হয় না। কিন্তু তার আগেই গত ৭ মে মনোনয়ন দাখিল করেন তিনি। সেখানে নো ডিউ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার কথা বলেই দাবি বিজেপির। ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র নির্বাচন কমিশনের কাছে হাজি নুরুলের মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী মালা রায় বর্তমানে কলকাতা পুরসভার চেয়ার পার্সন পদে রয়েছেন। পুরনো আইন অনুযায়ী অফিস অব প্রফিট কলকাতা পুরসভার অফিস। তাই বিজেপির অভিযোগ, তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ না করে মনোনয়ন জমা দিয়ে আইন লঙ্ঘন করেছেন। ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী মালা রায়ের প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

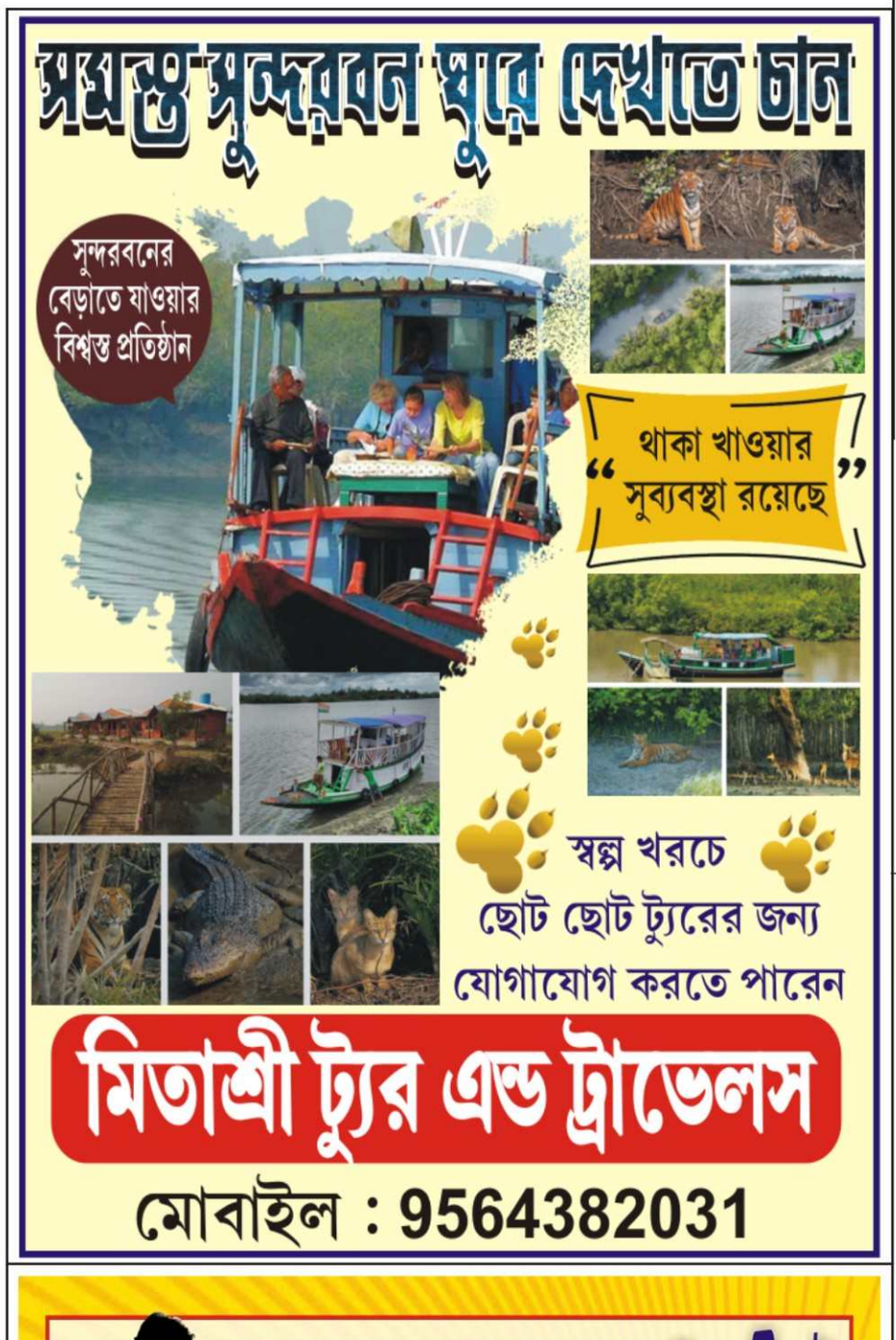

মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিয়ে

নাগরিকদের কোনো ফোন-কল করে না ডিওটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোবাইল নম্বর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুমকি অথবা সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর বেশ কিছু অবৈধ কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে, এ সংক্রান্ত ভুয়ো ফোন-কল না ধরার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রকের অন্তর্গত টেলি-যোগাযোগ দপ্তর (ডিওটি) নাগরিকদের উদ্দেশে এক পরামর্শ জারি করেছে। মানুষকে প্রতারণা করার উদ্দেশে সরকারি আধিকারিকের ছদ্মবেশে বিদেশী নম্বর থেকে (যেমন - +92-xxxxxxxxxx) আসা হোয়াটসঅ্যাপ কল সংক্রান্ত বিষয়েও ডিওটি পরামর্শ জারি করেছে। এই ধরনের কলের মাধ্যমে সাইবার অপরাধীরা সাইবার অপরাধ / আর্থিক জালিয়াতি করার জন্য হুমকি দিয়ে থাকে বা ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করার চেষ্টা করে। ডিওটি / ট্রাই-এর পক্ষ থেকে কখনই কাউকে এ ধরনের কল করার অনুমতি দেওয়া হয় না। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে এবং এ ধরনের ভুয়ো কল পেলে সঞ্চার সাথী (http://www.sancharsaathi.gov.in/sfc) পোর্টালের 'চক্ষু-সন্দেহজনক ভুয়ো কল সম্পর্কে জানানো;র পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের তথ্য সরবরাহ করলে ডিওটি সাইবার অপরাধ, আর্থিক জালিয়াতির মতো টেলি-যোগাযোগের অপব্যবহার রুখতে সক্ষম হবে।

ইতিমধ্যেই সাইবার অপরাধ অথবা আর্থিক জালিয়াতির শিকার হয়ে থাকলে সাইবার অপরাধ হেল্পলাইন নম্বর – 1930-এ অথবা http:// www.cybercrime.gov.in-এ বিষয়টি জানানোর জন্য নাগরিকদের পরামর্শ দিয়েছে ডিওটি।

সন্দেহভাজন ভুয়ো যোগাযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড রুখতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 'চক্ষু' সুবিধার আওতায় সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করা এবং প্রতারণার মাধ্যমে কারোর ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার জন্য এসএমএস পাঠানোর সঙ্গে জড়িত ৫২টি প্রধান সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ৭০০টি প্রতারণামূলক এসএমএস টেমপ্লেট নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। সারা ভারতব্যাপী সমস্ত টেলিকম অপারেটরদের পরিষেবার আওতায় ৩৪৮টি মোবাইল হ্যান্ডসেট কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সাইবার অপরাধ / আর্থিক জালিয়াতিতে জড়িত থাকার জন্য দেশব্যাপী ১.৮৬ লক্ষ মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্লক করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ভুয়ো কল এবং এসএমএস, সামাজিক মাধ্যম ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে, এমন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে ডিওটি / ট্রাই নিয়মিতভাবে পরামর্শ জারি করেছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে পেয়েই

তাঁদের অভিযোগ উগরে দিয়েছেন বিজেপি নেতারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলিশের ধরপাড়কে গ্রামে ফিরতে পারছেন না পুরুষরা। অনেককে তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে তাঁদের। এমনই অভিযোগে আবার রাস্তায় নেমেছেন সন্দেশখালির মহিলারা। পুলিশ যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে তার জন্য ঝাঁটা-লাঠি হাতে রাতে পাহারায় বসছেন মহিলারা। রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সন্দেশখালির বাসিন্দারা। বেড় মজুর গ্রাম পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে। গ্রামের মহিলারা পুলিশের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা রাতের বেলা গ্রামে ঢুকে ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মহিলারা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মদতেই এই ঘটনা ঘটাচ্ছে পুলিশ এমনই অভিযোগ করেছেন সন্দেশখালির বাসিন্দারা। পরিস্থিতি শান্ত করতে আজ থেকেই রুট মার্চ শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে পেয়েই তাঁদের অভিযোগ উগরে দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। গ্রামের মানুষ আতঙ্কে ঘরে ফিরতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। গত কয়েক মাস ধরেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে সন্দেশখালি। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে গিরে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে শাহাজাহান শেখ গ্রেফতার হলেও সন্দেশখালিতে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র।এই ভীত সন্ত্রস্ত সন্দেশখালিতে এবার টহল দেওয়া শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। সন্দেশখালিতে ভোটের এখনও অনেকদিন বাকি। তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। বিশেষ করে পরিস্থিতি শান্ত রাখতেই এই রুটমার্চ বলে

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার হুঁশিয়ারি দিলেনবিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল

ভেঙে ঢুকেছে। পুলিশ কেন আমাদের ওপর গিয়ে অত্যাচার করছে?" আরেক মহিলা বলেন, "আমাদের ৬১ জনের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের ধরার কথা, তাঁদের না ধরে, মহিলাদের তুলে নিচ্ছে।" পুলিশি ধরপাকড়ের প্রতিবাদে সন্দেশখালির মহিলাদের নিয়ে থানায় যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল।তিনি দাবি করেন, সিসি ক্যামেরা থাকলে পুলিশের ভূমিকা ধরা পড়ে যাবে। সেই কারণেই আদালতের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ তুলছেন তিনি।

বিজেপি নেত্রীকে কাছে পেয়ে রাতের অন্ধকারে পুলিশি অভিযানে কীভাবে মহিলাদের অসম্মান হচ্ছে, তার বর্ণনা দিলেন আন্দোলনকারীরা। প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, "নির্যাতিতার বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করছে পুলিশ। এক নির্যাতিতাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্তও পুলিশ অফার করছে। ভাবুন! সব আদালতে জানাব।"

১-ম পাতার পর

এসএসসি মামলায় নতুন নাম, এবার সিবিআই-র তদন্তে নয়া 'পর্দাফাঁস'

থেকে অযোগ্যদের খুঁজে বের করতে দিনরাত এক করে চেষ্টা চালাচ্ছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু এরই মাঝে বিরাট তথ্য সামনে আনল সিবিআই।

বর্তমানে এস এস সি মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। অযোগ্যদের খুঁজতে আদালতের নির্দেশে তদন্ত করছে সিবিআই। তারই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নথির হদিশ পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই অযোগ্যদের তালিকার হদিশ পেয়েছে। এসএসসির সার্ভার থেকেই মিলেছে সমস্ত কিছু। সূত্রের খবর, দুর্নীতি করে চাকরি পাওয়া শিক্ষক এবং স্কুলকর্মীদের তালিকা পেয়েছে সিবিআই। কমিশন তরফে নায়সাকে একটি ইমেল মারফত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কাদের কাদের কত নম্বর বাড়াতে হবে। এবার তদন্ত চালিয়ে সেই ইমেল সহ তালিকাই গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে।

সূত্রের খবর, এসএসসির সার্ভার থেকে ইতিমধ্যেই 'অযোগ্য'দের নথি ও তথ্য উদ্ধার করেছে সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এসএসসি তরফে নায়সা কর্তা নীলাদ্রি দাস, নায়সার প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ বনশল ও নায়সার এক কর্মী মুজাম্মিল হোসেনকে ইমেল করা হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই উঠে এসেছিল নীলাদ্রি ও পঙ্কজ বনশলের নাম। তবে এবার এই মুজাম্মিল হোসেনের নামেরও হদিস দিল ঈইও. কী তার পরিচয়? অযোগ্যদের তালিকে কেন এই ব্যক্তিকে ইমেইল করেছিল কমিশন?

১-ম পাতার পর

প্রশান্ত কিশোরের ভবিষ্যৎ বাণীতেই বিজেপি মোট ৩০০ টা আসন পাবে বলে জানিয়েছে

বিরোধীদের উপর মনঃস্তাত্বিক চাপ তৈরি করা হয়েছিল। তবে, গেরুয়া শিবির ২০০ আসনে নেমে যাবে না। এটা ঘটতে হলে, উত্তর ও পশ্চিমে বিজেপিকে অন্তত ১০০টি আসন হারাতে হবে। জমিতে এতটা চমকপ্রদ কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।"চার দফা ভোটের পর ইন্ডিয়া জোটের নেতারা বলতে শুরু করেছেন, ৪০০ পার তো অনেক দূর, ৩০০ পারও হয়তো হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো দাবি করেছেন এনডিএ ১৯৫ আসনে আটকে যাবে। সত্যিই কি গত কয়েকদিনে এতটা বদলে গিয়েছে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি? ৪০০ পারের স্লোগান দিয়ে ২০০ আসন পাবে বিজেপি? কী বলছেন প্রাক্তন ভোটকুশলী তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রশান্ত কিশোর?

বহু ভোট দেখেছেন প্রশান্ত কিশোর। বিভিন্ন দলের নেতাদের জিততে সাহায্য করেছেন। জমির সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ৪০০ পার করার সম্ভাবনা নেই বিজেপি তথা এনডিএ-র। তাঁর মতে, এটা শুধুমাত্র বিজেপির একটা মনস্তাত্বিক খেলা ছিল। এই স্লোগান দেওয়ার সময়, তারা নিজেরাও জানত ৪০০ পার সম্ভব নয়। তবে, তার মানে এই নয় যে বিজেপি ২০০ আসনে নেমে যাবে। কারণ, প্রশান্ত কিশোরের মতে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বিজেপির আসন সংখ্যা কমার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই, বিজেপির আসন সংখ্যায় কোনও অর্থবহ পতন ঘটবে না। ২০১৯-এর মতোই চলমান লোকসভা নির্বাচনে ৩০০ আসনের আশপাশে আসন পাবে বিজেপি।

২ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর সভার কথা শুনে ছুটেছিলেন চুঁচুড়া

সূত্রের খবর, সভা শেষে একজনের স্কুটারে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু, পথে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে। শোকের আবহ দলীয় কর্মীদের মধ্যে।

১-ম পাতার পর

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা থেকে সরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

প্ররোচনাতেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলেই অভিযোগ। তার পরদিন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, ময়নার তিলখোজা এলাকার প্রশান্ত দাস-সহ অন্তত ৫০ জনের বিরুদ্ধে তমলুক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মইদুল ইসলাম। সেই এফআইআর খারিজের আর্জি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি। গত ৪ মে, শনিবার তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দেন।

মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ে আয়কর দফতরের অভিযানে

উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৭০ কোটি টাকা! মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ে আয়কর দফতরের অভিযানে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা, কেজি কেজি সোনা। সূত্রের খবর, ৭২ ঘণ্টা একটানা 'অপারেশন'টি চলে ভান্ডারী ফিন্যান্স এবং আদিনাথ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে। তার মধ্যে কেবলমাত্র নগদ টাকা গুনতেই লেগেছে ১৪ ঘণ্টা! সূত্রের খবর, একশো জনেরও বেশি আয়কর আধিকারিক ২৫টি গাড়িতে চেপে নান্দেড়ে পৌঁছন। নান্দেড়ের আলি ভাই টাওয়ার নামের বিল্ডিংয়ে ভান্ডারী ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেডের কার্যালয়ে গিয়ে তল্লাশি শুরু করে আয়কর দফতর। আগামিদিনেও আয়কর দফতর নির্দিষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ ভাবেই তল্লাশি অভিযান জারি রাখবে বলে জানা গিয়েছে।আয়কর দফতর সূত্রে খবর, নান্দেড়ে ভান্ডারী পরিবারের বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যবসা রয়েছে।সেই ব্যবসায় কর ফাঁকির অভিযোগ ছিল। সেই সূত্রেই পুণে, নাসিক, নাগপুর, পরভনি, ছত্রপতি শম্ভাজিনগর এবং নান্দেড়ের মতো মহারাষ্ট্রের ছ'জেলায় শতাধিক আয়কর আধিকারিক মিলে তল্লাশি চালানো হয়। আয়কর দফতর সূত্রে খবর, নান্দেড়ে ভান্ডারীদের 'ভান্ডার' থেকে মোট ১৭০ কোটি টাকার হিসাব-বহির্ভূত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তাতে রয়েছে ১৪ কোটি নগদ টাকা। যে টাকা গুনতে ব্যাঙ্ক থেকে আনা হয় টাকা গোনার যন্ত্র। সেই যন্ত্র চালিয়েও সব টাকা গুনতে সময় লেগে যায় প্রায় ১৪ ঘণ্টা! এ ছাড়া উদ্ধার হয়েছে ৮ কেজি সোনা এবং প্রচুর নথিপত্র। যে নথিগুলি পৃথক পৃথক ভাবে যাচাই করে দেখছেন আয়কর কর্তারা। তাঁদের সন্দেহ, নথি থেকে আরও বেআইনি সম্পত্তির হদিস মিলতে পারে।

সিবিআই, আরবিআই প্রভৃতি সংস্থার নামে ছদ্মবেশে

সাইবার অপরাধীদের ব্ল্যাকমেল এবং ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত হুঁশিয়ারির ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা হচ্ছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুলিশ, এনসিবি, সিবিআই, আরবিআই প্রভৃতি সংস্থার নামে ছদ্মবেশে সাইবার অপরাধীদের ব্ল্যাকমেল এবং ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত হুঁশিয়ারির ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা হচ্ছে। জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টালে ভয় দেখানো, ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রেপ্তারি, জোর-জুলুম করে টাকা হাতানো, ব্ল্যাকমেল সংক্রান্ত নানা অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এইসব সাইবার অপরাধীরা ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন ছদ্মবেশে এবং বিভিন্ন সংস্থার নামে ভয় দেখাচ্ছে অবৈধ কোনো জিনিস, মাদক, জাল পাসপোর্ট, নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য এইসব তাদের হাতে এসেছে, এবং কোনো ব্যক্তির নাম করে তারা ভয় দেখাচ্ছে যে তার কোন আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এই জাতীয় ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য তারা মোটা টাকা দাবি করছে এবং সাইবার মাধ্যমে যেমন স্কাইপে বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে ভিডিও কল করে এই জাতীয় হুমকি দিচ্ছে তারা। কোনো থানার পুলিশ অথবা কোনো সরকারি আধিকারিকের বেশে সাইবার অপরাধীরা এই জাতীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ জুড়ে অপরাধীদের এ রকম হুমকির ফলে বহু মানুষ তাদের অনেক টাকা খুইয়েছেন। আন্তঃসীমান্ত বরাবর অপরাধ শাখা দ্বারা অনলাইন মারফত এই জাতীয় অর্থনৈতিক অপরাধ ঘটানো হচ্ছে। গৃহ মন্ত্রক এই জাতীয় অপরাধীদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন মন্ত্রক এবং সংস্থা যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। ভারতীয় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় কেন্দ্র (১৪সি)-র আওতায় রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ কর্তৃপক্ষকে এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এইসব সাইবার অপরাধীদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্যও প্রদান করছে। ১৪সি দ্বারা প্রায় ১ হাজারেরও বেশি স্কাইপে আইডি-কে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। মাইক্রোসফট-এর সঙ্গে যৌথ সমন্বয়ের ভিত্তিতে এই জাতীয় সংগঠিত অপরাধ দমনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সাইবার অপরাধীরা যেসব অ্যাকাউন্ট, মোবাইল এবং সিম কার্ড ব্যবহার করছে সেগুলিকেও ব্লক করা হচ্ছে। ১৪সি-র দ্বারা সামাজিক মাধ্যম সাইবার দোস্ত যেমন এক্স হ্যান্ডেল, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম এবং অন্যান্য জায়গায় এইসব অপরাধীদের ছবি এবং অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ করা হচ্ছে। নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন এবং এই জাতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলেন। হঠাৎ করে মোবাইলে এ রকম কোনো ফোন পেলে সাইবার অপরাধ হেল্পলাইন নাম্বার ১৯৩০ অথবা http://www.cybercrime.gov.in/-এ সত্বর জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বালি পাচার রুখতে গিয়ে

আক্রান্ত ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ব্লক আধিকারিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লরিবোঝাই বালি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ব্লক আধিকারিক (বিএলআরও)। দিনের বেলায় রাস্তায় ফেলে কাঠের বাটামের এলোপাথাড়ি আঘাতে মাথা ফাটিয়ে দিল একদল দুষ্কৃতী। হামলায় হাত ভেঙে গুরুতর জখম আরও দুই সরকারি কর্মী। সেইসঙ্গে ভাঙচুর চালানো হয় সরকারি আধিকারিকের গাড়িতেও। অন্যদিকে, এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ইটাহার ব্লক আধিকারিক মনতোষ অধিকারী। কর্ণজোড়ার কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন। বলেন,"একজন বিএলআরও আক্রান্ত হয়েছেন। সমস্ত ঘটনা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সদর্থক ভূমিকা মিলবে।" তবে করণদিঘির নাগর নদী কিংবা চোপড়ার মহানন্দার নদীর চিতলঘাটা থেকে বালি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় অতিরিক্ত জেলাশাসক রবি আগরওয়াল বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।"চিৎকার শুনে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। শেষ পর্যন্ত সরকারি আধিকারিক-সহ তিন জখম কর্মীকে কোনওক্রমে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। বুধবার সকালের ঘটনায় উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকের আলতাপুর (১) পঞ্চায়েতের খোয়াসপুর সংলগ্ন ঝাপড়টোল এলাকার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তে নামে। মারধরের অভিযোগে স্থানীয় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, আতঙ্কিত সমস্ত ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকরা। নিরাপত্তার দাবিতে বিকেলে কর্ণজোড়ায় অতিরিক্ত জেলাশাসকের দ্বারস্থ হন তাঁরা। রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার সানা আকতার বলেন, "বিএলআরও-সহ সরকারি

এরপর ৪ পাতায়

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের ডিসান হাসপাতাল সফলভাবে

বিনামূল্যে ওরাল স্ক্রিনিং স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে

কলকাতা, ১৫ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কলকাতার নেতৃস্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান,ডিসান হাসপাতাল, বুধবার বিনামূল্যে ওরাল স্ক্রীনিং ক্যাম্পের ক্যাম্পের আয়োজন করে।পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র এর উদ্বোধন করেন। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের (৩১শে মে) সম্মানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য মুখের ক্যান্সারের উদ্বেগজনক প্রকোপ এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কলকাতার ডিসান হাসপাতালে উদ্যোগে ফ্রি ওরাল স্ক্রীনিং ক্যাম্পটি একটি অপ্রতিরোধ্য সাড়া পেয়েছে,প্রায় ৩০০টি পরিবার স্ক্রীনিং পরিষেবা পায়।অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন ডিসান হসপিটালে ডিরেক্টর শাওলি দত্ত,পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র,ডাঃ আশিস উপাধ্যায়,ডাঃ রামানুজ ঘোষ,ডাঃ সমুজ্জ্বল দাস,ডাঃ শ্রেয়া মল্লিক,ডাঃ অতুল নারারাও রাউত,এবং ডাঃ মনোরঞ্জন চৌহান সহ অঙ্কোলজি এবং ওরাল হেলথ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একটি বিশিষ্ট দল পুঙ্খানুপুঙ্খ স্ক্রীনিং পরিচালনা করে এবং অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ নির্দেশিকা প্রদান করে। তাদের দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতি শিবিরের সাফল্য নিশ্চিত করেন।

ডিসান হাসপাতাল,কলকাতা কার্ডিয়াক সায়েন্স,ক্যান্সার (মেডিকেল,সার্জিক্যাল এবং রেডিয়েশন),নিউরোসায়েন্স, অর্থোপেডিকস,ইউরোলজি, মেডিকেল এবং সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সহ ৪৫ টিরও বেশি বিশেষত্ব জুড়ে টারশিয়ারি কেয়ার পরিষেবাগুলির বিস্তৃত পরিসর প্রদান করে।প্রতিষ্ঠানটি তার রাউন্ড-দ্য-ক্লক জরুরী এবং জটিল যত্ন সুবিধার জন্য বিখ্যাত, যখন এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন তাৎক্ষণিক এবং বিশেষায়িত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেন ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৩২ সংখ্যা ১৬ মে, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে পেয়েই তাঁদের অভিযোগ উগরে দিয়েছেন বিজেপি নেতারা

মনে করা হচ্ছে। বাহিনীকে দেখেই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

গত ২ রাতে গ্রামের মহিলারা লাঠি-ঝাঁটা হাতে পাহারা দিয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন রাতের অন্ধকারে পুলিশ গ্রামে ঢুকে অত্যাচার করছে, ভয় দেখাচ্ছে। গ্রামের ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সন্দেশখালির মহিলারা। বেড়মজুর গ্রামে ক্ষোভে ফুঁসছেন মহিলারা।

গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান মাথা কেটে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন এক বিজেপি নেতা। এমনকী চার জুনের পরে তাঁদের দেখে নেওয়া হবে বলেও নাকি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ওই তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান। আজ বেলা গড়াতেই সন্দেশখালিতে টহল দিতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা এতে কিছুটা হলেও নিরাপত্তা অনুভব করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সন্দেশখালির বাসিন্দারা। বেড় মজুর গ্রাম পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে। গ্রামের মহিলারা পুলিশের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা রাতের বেলা গ্রামে ঢুকে ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মহিলারা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মদতেই এই ঘটনা ঘটাচ্ছে পুলিশ এমনই অভিযোগ করেছেন সন্দেশখালির বাসিন্দারা। পরিস্থিতি শান্ত করতে আজ থেকেই রুট মার্চ শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সম্পাদকীয়

২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হওয়ার দু-মাসের মধ্যে কমিশনের দ্বিতীয় স্বতঃপ্রণোদিত রিপোর্ট

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হওয়ার দু-মাস পূর্ণ হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির যাবতীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তাদের তরফে দায়বদ্ধতা বজায় রাখার অঙ্গ হিসেবে কতগুলি অভিযোগ নিষ্পত্তি হল তা নিয়মিত প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রথম মাস সম্পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় মাসে তারা তাদের এই অবস্থান বজায় রেখেছে। কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি যাতে না থাকে এবং তা নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার যাতে না হয়, তাই অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়। জনসমক্ষে কমিশন এই রিপোর্ট প্রকাশ করছে রাজনৈতিক দল এবং ভোটারদের সামনে সময় বেঁধে যাতে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি তুলে ধরা সম্ভব হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সামনে কমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে এবং যা নিয়ে দেশ গর্বিত, সেক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার এটা এক অঙ্গ স্বরূপ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার এবং অপর দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু দেশ জুড়ে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি বকেয়া আছে কি না অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার তদারকি করছেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গত দু-মাস ধরে কমিশনের তরফে এই জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুদুরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। প্রথমত কমিশন প্রত্যাশা করে রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষত প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রথম সারির নেতারা যারা তারকা প্রচারক হিসেবে পরিচিত, তাঁরা নির্বাচনী প্রচারে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন তাঁদের বিবৃতি বা বক্তব্যের মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো অসঙ্গতি থাকলে তাঁরা যাতে তা শুধরে নিতে পারেন যাতে দেশের সমস্ত ক্ষেত্রেই সেই নির্বাচনী প্রচারের কোনো ক্ষত না তৈরি করে এবং জন-অসন্তোষের সৃষ্টি না হয়। গত দু-মাস ধরে আদর্শ আচরণ বিধি বলবৎ হওয়ার পর যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা হল, লোকসভা নির্বাচনের চারটি পর্ব ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হয়েছে ১৬ই মার্চ ২০২৪। এ পর্যন্ত গত দু-মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির এবং সংসদীয় এলাকায় প্রার্থীর প্রচার হিংসা মুক্ত হতে দেখা গেছে। কোনো প্ররোচনা যোগানোর অভিযোগও সেই অর্থে পাওয়া যায়নি। নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ এবং প্ররোচনা বিহীন ভোট প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট। ভোটারদের ভোটদান প্রক্রিয়ায় উৎসাহী এবং সদর্থক অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছে। চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত দেশ জুড়ে ভোটদান প্রক্রিয়ায় উৎসবের মেজাজ প্রত্যক্ষ করা গেছে। মণিপুর, ত্রিপুরা, মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু-কাশ্মীর এমন কি দূর্গম এলাকাগুলিতে গণতন্ত্রের আদর্শ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কমিশন এই ভোটদান প্রক্রিয়ার চিত্র প্রত্যক্ষ করতে জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছে। কমিশনের ফটো গ্যালারিতে নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করলে জনসাধারণ তা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন https://www.eci.gov.in/ ge-2024-photogallery। কমিশন নির্বাচনী স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকে এ পর্যন্ত ৬৩টি প্রেস নোট ইস্যু করেছে। এ পর্যন্ত ১৬টি রাজনৈতিক দলের ২৫টি প্রতিনিধি দল কমিশনের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ সংক্রান্ত তাদের অভিযোগ দায়ের করেছেন। রাজ্য স্তরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পর্যায়েও অনেক প্রতিনিধি দল তাঁদের অভিযোগ জানিয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪২৫টি প্রধান অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পর্যায়ে জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৪০০টি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে ১৭০টি, বিজেপি-র তরফ থেকে ৯৫টি এবং অন্যদের পক্ষ থেকে ১৬০টি অভিযোগ জমা পড়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস এবং বিজেপি-র তরফ থেকে প্রথম সারির কয়েকজন প্রচারকারীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভেদ মূলক এবং সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়ে। সি-ভিজিল অ্যাপ এবং কমিশন পোর্টালে আচরণবিধি বিঘ্ন সংক্রান্ত ৪,২২,৪৩২ অভিযোগ ১৪-ই মে পর্যন্ত জমা পড়েছে। সেক্ষেত্রে ৪,২২,০৭৯ অর্থাৎ ৯৯.৯ শতাংশ অভিযোগের ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৮৮.৭ শতাংশ অভিযোগ ১০০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের আধিপত্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

করেন বিশ্বামিত্র এবং দশরথের অনুমতিগ্রহণপূর্বক তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে দশ রাত্রির মেয়াদে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে তাঁদের অবলা ও অতিবল মন্ত্র শিক্ষা দেন এবং দিব্যাস্ত্র সকল দান করেন। এর ফলে রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কা রাক্ষুসী সহ অসংখ্য রাক্ষস হত্যা করেন। এরপর দুই ভাইকে নিয়ে বিশ্বামিত্র চলেন জনকপুরীতে। পথে অবশ্য গৌতম মুনির আশ্রমে রামকে দিয়ে অহল্যার পাষাণমুক্তির কাজটাও করিয়ে নেন বিশ্বামিত্র।

দশরথের কুলগুরু ছিলেন বশিষ্ঠ। তা সত্ত্বেও বিশ্বামিত্রের কাছেই রামকে দীক্ষিত করেছিলেন দশরথ। এই কাহিনির মধ্যে বিশ্বামিত্রের এইভাবেই আকস্মিক প্রবেশ ঘটেছে। বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করে দশরথ বিশ্বামিত্রকে কতটা পাওয়ার দিয়েছিলেন, তা বোঝা যায়, দশরথের অজ্ঞাতসারে বিশ্বামিত্রের রামের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্য দিয়ে। রামের বিবাহের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কে পিতা দশরথ নয়, গুরু বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ কুলগুরু হওয়া সত্ত্বেও রাজা দশরথ ছিলেন বিশ্বামিত্রের সমর্থক। অবশ্য একথা বশিষ্ঠ যে বোঝেননি, তা নয়। তাই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামকে পাঠানোর জন্য দশরথকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বশিষ্ঠ। কেন এত উদার হলেন বশিষ্ঠ? বিশ্বামিত্র তো তাঁর মিত্র নন, বরং চরম শত্রু। তাঁর শতপুত্র হত্যাকারী বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে দ্বিমত পোষণ করলেন না কেন? হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়টা স্পষ্ট করে দিলেনু "রাম যেহেতু বিশ্বামিত্রের সমর্থক, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রামকে প্রেরণের ব্যাপারে বশিষ্ঠ তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। বালক রামের মরা-বাঁচা, মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা তাঁর মনে স্থান পেল না। সম্ভবত রামের প্রতিপক্ষ সিংহাসনের ন্য দাবিদার ভরতের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করার জন্যই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন।" কারণ বশিষ্ঠ ছিলেন ভরতের সমর্থক এবং রামের বিরোধী।

রাম বিশ্বামিত্রের একান্ত অনুগত। রাম এখন বিশ্বামিত্রের ছায়াসঙ্গী। হ্রস্বরোমনের পুত্র জনকরাজা সীরধ্বজ ঘোষণা দিয়েছেন-"যে ব্যক্তি এই হরকামুকে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন আমি তাহাকেই এই কন্যা দিব।" এ ঘোষণা বিশ্বামিত্রের কানেও পৌঁছোয়। বিশ্বামিত্রের অগাধ বিশ্বাস, এ কাজ অপরিসীম বলশালী রামের পক্ষেই সম্ভব। অতএব রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বামিত্র মিথিলায় চললেন। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং সীরধ্বজের কন্যা সীতার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এখানে ভাবার বিষয়, বিশ্বামিত্র দশদিনের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে অরণ্যে এনেছিলেন যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাক্ষসদের শায়েস্তা করতে। তারপর কাজ মিটে গেল যথারীতি দশরথের কাছে রামকে প্রত্যপর্ণ করার কথা। অযোধ্যার রাজসভায় এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্র। কিন্তু তাই বলে বিয়ে? এটা কি পুরোনো সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধটাকে খুঁচিয়ে তোলা? রামের বিবাহের ব্যাপারে দশরথ কোনো দায়িত্ব বিশ্বামিত্রে দেননি। এ দায়িত্ব নিয়ম অনুযায়ী পিতা হিসাবে দশরথের। কুল-পুরোহিত বামদেব বা কুলগুরু বশিষ্ঠের উপর সে দায়িত্ব অর্পণ হতে পারে। তবে কি সুযোগ বুঝে বশিষ্ঠকে এক হাত নিয়ে নেওয়া? বুদ্ধিমানরা সুযোগই হাতছাড়া করেন না, তবে শেষরক্ষা না-হলে সব মাঠে মারা যায়। ঘোড়া যেন আগেই ফুঁ না দিয়ে দেয়! বিশ্বামিত্রেরও শেষরক্ষা হয়নি।

দশরথ কিংবা বামদেব কিংবা বশিষ্ঠের অনুমতির অপেক্ষা না-করেই জনকরাজা সীরধ্বজের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে দিলেন বিশ্বামিত্র। তাই বলে দশরথকে তিনি অন্ধকারেও রাখেননি। অতএব দূত প্রেরণ করে দশরথকে সংবাদ পাঠান-"আপনি মিথিলা রাজ্যে আগমন করিলে পুত্রদ্বয়েরই বিবাহ মহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন। সংবাদ শুনে অনুযোগ তো দূরের কথা, উলটে খুবই আনন্দিত হয়ে দশরথ পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে মিথিলার পথে রওনা দিলেন। পরে অবশ্য বিনা নিমন্ত্রণে অনাহূতের মতো অযোধ্যায় বিবাহের আসরে হাজির ভরত-মাতুল যুধাজিৎ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ প্রমুখেরা। তাই জনককন্যা সীতা ও ঊর্মিলার সঙ্গে যথাক্রমে রাম লক্ষ্মণের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

জেল মুক্তির পর থেকে গুরুপদ বর্মণকে

সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খুনের অভিযোগ ছিল। দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। ২৮ বছরের কারাদণ্ড। যাবজ্জীবনের সাজা কাটিয়ে গত ডিসেম্বরেই সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন বালুরঘাটের গুরুপদ বর্মণ। তাঁর বাড়ি রায়নগরে হলেও এখন সপরিবারে থাকেন শালগ্রামে। সাজা কাটিয়ে জেল মুক্তির পর থেকে তাঁকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা।সংশোধনাগার থেকে মুক্তির পর থেকেই গুরুপদ বর্মণকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজ সাংবাদিক বৈঠকে জেলা প্রবেশন কাম আফটার কেয়ার অফিসার জয়ন্ত কুমার সুর জানান, ওসমাজ কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে ওই ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে বার্ধক্য ভাতা করে দেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি, আগামী দিনে যাতে তাঁদের আরও সাহায্য করা যায়।দীর্ঘ দিন সংশোধনাগারে থাকা গুরুপদর বয়স ৬০ পেরিয়ে গিয়েছে। এখন তিনি প্রবীণ হয়েছেন। গুরুপদ বর্মাণ ও তাঁর স্ত্রীকে সরকারি ভাতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন।

সেই ১৯৮৭ সালের অভিযোগ। বালুরঘাটের রায়নগর এলাকায় একই পরিবারের একাধিক জনকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের তালিকায় ছিলেন গুরুপদ বর্মণও। আদালত তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছিল। সেই সাজা কাটিয়ে গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পান তিনি। তাঁর জীবনের ২৮টি বছর চলে গিয়েছে সংশোধনাগারের ভিতরেই। বুধবার দুপুরে বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবনে অবসন্ন মুখে গুরুপদবাবু বললেন, 'বয়স হয়ে গিয়েছে। এখন আর কী করব। এখন টুকটাক কাজ করে ঘর চলে। বেশি তো কাজ করতে পারি না।'

প্রচুর অস্ত্র সহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল বসিরহাট থানার পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বসিরহাট ত্রিমোহনী এলাকা থেকে প্রচুর অস্ত্র সহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল বসিরহাট থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় ৭এম এম পিস্তল চার রাউণ্ড কার্তুজ একটি কুড়ুল ভোজালি ও দুটি আই ফোন।মঙ্গলবার গভীর রাতে বসিরহাট থানার পুলিশ খবর পায় বসিরহাট ত্রিমোহনীর এলাকায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে।

পুলিশ তাদের তাড়া করলে বাকিরা পালিয়ে গেলেও তিন দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। বুধবার সকালে বসিরহাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, কি উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা বসিরহাট থানার অদূরে ত্রিমোহনী এলাকায় জড়ো হয়েছিল তা তদন্ত সাপেক্ষ। ধৃতরা হলো নুর আলম (২৮), ওমান ওসমান গাজি(২৮) ও হাসানুর গাজি(২৪)। নুর আলম বসিরহাট থানার সংগ্রামপুর এলাকার বাসিন্দা। ওমান ওসমান গাজি ত্রিমোহনীর বাসিন্দা ও হাসানুর গাজি নেওরা দিঘি এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল না কি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল তা সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে এদিন তিনি জানান।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তারা মায়ের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার পর ১২২৫ বঙ্গাব্দে মল্লারপুরের বাসিন্দা জগন্নাথ রায় আটচালা ইট দিয়ে নতুন মন্দিরটি নির্মান করেন। মন্দিরটির টেরাকোটা শিল্প আজও পর্যটকদের নজর টানে। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানও রয়েছে সারা মন্দির জুড়ে। মন্দিরের উল্টোদিকে আছে চন্ডীমন্ডপ। মূল দেবী এখানে তারা কালী।

ক্রমশঃ

৩ পাতার পর

বালি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ব্লক আধিকারিক

কর্মীদের মারধরের জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।" মাথা ফেটে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল হাসপাতালের বেডে শুয়ে করণদিঘি বিএলআরও গৌড় সোরেন। তিনি বলেন, "করণদিঘির নদীঘাট রেড করতে আমি ও এক ডি গ্রুপের কর্মী নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে বালি ভর্তি লরি দেখতে পাই। চলন্ত লরিকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে বালির চালান রসিদ দেখতে চাই। কিন্তু প্রকৃত নথি না দেখিয়ে সেইসময় লরি চালক বলেন, বালির মালিক আসবেন। তার পরই দুটো বাইক থেকে পরপর পাঁচ যুবক নেমে রাস্তার ধারে কাঠের বাটাম নিয়ে একনাগাড়ে মাথায় পিঠে আর হাতে মারতে থাকে। মাথা ফেটে রাস্তায় পড়ে যাই আমি। গ্রামবাসীরা আমাদের রক্ষা করেন। গ্রামবাসীরা না আসলে আমরা মরেই যেতাম।"

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

সালমানের পুরনো 'প্রেমপত্র' ভাইরাল, কী লেখা ছিল তাতে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সালমান খান রূপালি পর্দায় যখনই প্রেমের গল্পে এসেছেন তখনই বক্স অফিসে শোরগোল পড়ে গেছে। ছবির পর্দায় প্রেম ঠাকুর হলেও, বাস্তবে সালমানের জীবনে প্রেম নেই! একের পর এক নারী তাঁর জীবনে এলেও, টেকেনি কেউই। তবে নিজে হাতে প্রেমপত্র কিন্তু লিখেছিলেন সালমান। আর সেই প্রেমপত্র এবার ভাইরাল হল সোশাল মিডিয়ায়।

ব্যাপারটা একটু খোলাসা করা যাক। ১৯৮৯ সালে মুক্তি পায় সালমান খান ভাগ্যশ্রী অভিনীত 'ম্যানে পেয়ার কিয়া'। সেই সময় ছবিটি বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছিল। রেকর্ড ব্যবসা করেছিল। নায়ক হিসেবে প্রথম ছবি সুপারহিট হওয়ায় সালমান দর্শকদের উদ্দেশে লিখেছিলেন একটি প্রেমপত্র। সেই লেখাই এবার ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়।

সালমান সেই চিঠিতে দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা উজার করে দেন। সালমান লেখেন, 'আমি চাই আপনারা আমার সম্পর্কে একটা বিষয় জানুন। আমাকে অভিনেতা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এবং আমার অনুরাগী হওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'

এই চিঠিতে সালমান আরও লেখেন, 'আমি জানি এখন আমি যাই করি না কেন তার সঙ্গেও ম্যানে পেয়ার কিয়ার তুলনা করা হবে। তাই আপনারা যখনই কোনও আমার ছবির ঘোষণা শুনবেন, নিশ্চিত থাকুন সে একটা ভাল ছবি হতে চলেছে। আর আমি সেই ছবিতে আমার ১০০ শতাংশ দেব।'

বলিউডের দাবাং খান আরও লিখেছিলেন, 'আমি আপনাদের সবাইকে ভালবাসি। আশা করি আপনারাও আমাকে এভাবেই ভালবাসতে থাকবেন। কারণ যেদিন আপনারা আমাকে ভালবাসা বন্ধ করে দেবেন, যেদিন আপনারা আমার ছবি আর দেখবেন না, সেদিনই আমার শেষ।'

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ঈদে নতুন ছবির ঘোষণা করেছেন সালমান। ছবির নাম 'সিকান্দার'। 'সিকান্দার' ছবির শুটিংয়ের সময় সালমানের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, বিদেশের মাটিতেই নাকি এই ছবির পুরো শুটিং হবে। তবে কোন দেশে, তা এখনও ফাঁস করতে চায়নি ছবির টিম। ২০২৫-এর ঈদে মুক্তি পাবে সালমানের 'সিকান্দার'।

আলিয়ার পরনের এই শাড়ি ১৬৫ জন কর্মী ১ হাজার ৯৬৫ ঘণ্টায় তৈরি করেছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিশ্বের অন্যতম বড় ফ্যাশন ইভেন্ট মেট গালাতে শাড়ি পরে হাজির হয়ে নজর কাড়লেন আলিয়া ভাট। এই আয়োজনে তোলা বেশ কিছু ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন আলিয়া ভাট। তাতে দেখা যায়, ফ্লোরা শাড়ি পরেছেন আলিয়া। এ শাড়ির লম্বা একটি আঁচল পড়ে আছে ফ্লোরে। শরীর থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে রূপের দ্যুতি!

আলিয়া শাড়ির সঙ্গে পরেন বাস্টিয়ার ব্লাউজ। যাতে রয়েছে প্লাঙ্গিং সুইটহার্ট নেকলাইন, রাফলড হাতা। ব্লাউজে রয়েছে সূক্ষ্ম হাতের কাজ। সেখানেও স্টোনের কাজ রয়েছে। গহনা হিসেবে বেছে নেন একটি মাং টিকা। মাথায় একটি ব্যান্ড, স্টেটমেন্ট কানের দুল, হাই হিল ও আংটি।

ইন্ডিয়া টুডে জানায়, আনাইতা শ্রফ আদজানিয়ার স্টাইলে শাড়িটি তৈরি করেছেন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জি। এ শাড়িতে রয়েছে ২৩ ফুট লম্বা এমব্রয়ডারি করা আঁচল। শাড়িটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে সিল্ক ফ্লস, গ্লাস বিডিং, রত্নপাথর, গোলাপী-সবুজ রঙের ফুল, পুঁতির ট্যাসেল। এসবই হাতের কাজ।

শাড়িটির অন্যতম আকর্ষণ সামনের দিকে থাকা রাফলড প্লিট। ১৬৫ জন কর্মী ১ হাজার ৯৬৫ ঘণ্টায় শাড়িটি তৈরি করেছেন।

এবারই প্রথম নয়, গত বছরও মেট গালায় হাজির হয়েছিলেন আলিয়া। তবে গত বছর আলিয়া পরেছিলেন সাদা রঙের গাউন। পুরো গাউন জুড়ে শোভা পাচ্ছিল মুক্তা।

'তুফান' এর পোস্টারে ধরা দিলেন শাকিব-মিমি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাত্র কয়েক দিন আগেই নেটদুনিয়ায় ঝড় তুলেছে ঢাকাই ছবির শীর্ষনায়ক শাকিব খানের আলোচিত সিনেমা 'তুফান'- এর টিজার। এবার প্রকাশ্যে এসেছে নির্মাতা রায়হান রাফির এই ঈদের সিনেমার আরও একটি পোস্টার। সেখানে ধরা দিয়েছেন ছবির নায়িকা টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।

নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে 'তুফান'- এর নতুন পোস্টার শেয়ার করেন শাকিব খান ও মিমিরা। পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, শাকিব খানকে জড়িয়ে ধরে আছেন মিমি চক্রবর্তী। রোমান্টিক আর অ্যাকশন ঘরানার এ পোস্টার এরইমধ্যে নজর কেড়েছে ভক্তদের।

সিনেমায় শাকিব ও মিমি ছাড়াও থাকছেন বাংলাদেশের মাসুমা রহমান নাবিলা, শহীদুজ্জামান সেলিম, ফজলুর রহমান বাবু, গাজী রাকায়েত, একে আজাদ সেতু, হাসনাত রিপনের মতো তারকারা। গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাবে দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীকেও।

নারীদের নিয়ে নোরার মন্তব্যে মুখ খুললেন রিচা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সন্তান লালনপালন করার দায়িত্ব শুধু নারীদের। তাদের জন্মগত প্রকৃতি এটাই- নারীবাদের নিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্যই করেছেন অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি। এবার সেই বিষয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী রিচা চড্ডা। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, নোরার এই মন্তব্যের সঙ্গে তিনি একেবারেই সহমত নন।

নারীদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়, তা বলে দেওয়াকে সমর্থন করেন না তিনি। রিচা বলছেন, 'নারীবাদের একটা মজার বিষয় রয়েছে। কিছু মানুষ নারীবাদকে ঘৃণা করবে, পাশাপাশি নারীবাদের প্রতিটি সুবিধাও তারা নেবে। নারীবাদের জন্যই তারা কাজ করতে পারছেন, পছন্দ মতো পোশাক পরতে পারছেন, স্বাধীন থাকতে পারছেন। নারীবাদীদের জন্যই তো আজ তারা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন।'

রিচা আরও বলছেন,'নারীদের কী করা উচিত বা অনুচিত- এটা আমি সত্যিই মানি না। এগুলো এভাবে বলে দেওয়া যায়! আমি অবাক, এগুলো সত্যিই কেউ বলেছেন।'

এর আগে নোরা নারীবাদ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি নারীবাদে বিশ্বাস করি না। নারীবাদ সমাজকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেছে। বহু পুরুষেরও এর দ্বারা মগজ ধোলাই করা হয়েছে। একজন পুরুষ যদি রক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারেন, তাহলে মহিলারা কেন লালনপালনে ভূমিকা গ্রহণ করবেন না!'

এই মন্তব্যের পরে সমালোচিত হন নোরা। নেটিজেনরা কটাক্ষ করে বলেন, 'নারীবাদের সুবিধা নিয়েই তিনি আজ এই জায়গায়।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত ছবি 'হীরামন্ডি'। এই ছবিতে 'লাজ্জো' চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিচা।

আইনি জটিলতায় অক্ষয়ের 'জলি এলএলবি থ্রি', শুটিং বন্ধের দাবি!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রাজস্থানের আজমিরে শুরু হয়েছে অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'জলি এলএলবি থ্রি'র শুটিং। তার মাঝেই আইনি সমস্যায় পড়ল ছবিটি। আইনজীবী ও বিচারকদের নিয়ে রসিকতা করার অভিযোগে অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসির 'জলি এলএলবি থ্রি'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল আজমিরের বার অ্যাসোসিয়েশন। সেই সঙ্গে ছবিটির শুটিং বন্ধের জন্য আদালতে আবেদন করেছে অ্যাসোসিয়েশনটি।

আজমির জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দ্রভান সিং রাঠোর অভিযোগ, এই ফ্যাঁঞ্চাইজি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা নিয়ে রসিকতা করে, ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

বিচারকদের নিয়ে রসিকতা করার জন্য জলি এলএলবি থ্রি-র প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে চন্দ্রভান দাবি করেছেন ছবিতে আইনজীবী এবং বিচারকদের 'অনুপযুক্ত' ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেটাকে তিনি 'হাস্যকর এবং অশালীন' বলে অভিহিত করেছেন। আজমিরের ডিআরএম অফিস-সহ আশপাশের গ্রাম ও এলাকায় জলি এলএলবি থ্রি-র শুটিং চলছে, যা চলবে বেশ কয়েকদিন। শুটিং বন্ধ করার জন্য সিভিল জজ আজমির নর্থের আদালতে আবেদন করেছে আজমির জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন। তারা আদালতকে নোটিশ জারির জন্য অনুরোধ করেছেন।

জলি এলএলবি বলিউডের অন্যতম হিট ফ্যাঁঞ্চাইজি।' জলি এলএলবি ফিল্মটি ২০১৩ সালে মুক্তি পায় এবং ২০১৭ সালে এর সিক্যুয়াল। ছবির প্রথম কিস্তিতে মূল চরিত্রে দেখা গিয়েছিল আরশাদকে, পরে সেই জায়গা নেন অক্ষয়। তৃতীয়ভাগে একসঙ্গে দুজনকে দেখা যাবে, যা আগে কখনও ঘটেনি। চলতি বছরের ২৯ এপ্রিল থেকে এই ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে তৃতীয় কিস্তিতে ২০২৫ সালে মাক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেটে

শেষের পথে কি দ্রাবিড় অধ্যায়?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরেই রোহিত শর্মাদের কোচের পদে রয়েছেন দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়। তবে তার সঙ্গে আর আগাতে চাচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে কি ভারতীয় ক্রিকেটে শেষের পথে দ্রাবিড় অধ্যায়?

এদিকে, নতুন কোচের খোঁজে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। খুব শীঘ্রই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই বদল হতে পারে কোচ। চাইলে আবেদন করতে পারেন রাহুল দ্রাবিড়ও। এই বছরের জুন মাস পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে দ্রাবিড়ের সঙ্গে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ বলেন, দ্রাবিড়ের সঙ্গে জুন মাস পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। ও চাইলে আবেদন করতেই পারে।

প্রধান কোচ কে হবেন তা ঠিক করার পরই ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং কোচ বাছাই করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নতুন কোচের সঙ্গে লম্বা চুক্তি করতে চাইছে বোর্ড। তিন বছরের জন্য চুক্তি করা হতে পারে তার সঙ্গে। ২০২৭ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ রয়েছে। সেই টুর্নামেন্ট পর্যন্ত চুক্তি করা হতে পারে নতুন কোচের সঙ্গে।

তবে ইংল্যান্ড বা পাকিস্তানের মতো লাল বল এবং সাদা বলের জন্য আলাদা কোচের নীতি নেবে না বোর্ড। এক জন কোচের হাতেই ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্ব দিতে চান জয় শাহ'রা।

গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের পর দ্রাবিড়কে আর কোচ রাখা হবে কি না তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। পরে যদিও তাকেই কোচ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণে ভারত ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হেরেছিল। এশিয়া কাপ জিতলেও ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল হেরেছিল। এছাড়াও গত বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হেরেছিল ভারত। এশিয়া কাপ বাদ দিয়ে বড় কোনো ট্রফি জিততে পারেনি দ্রাবিড়ের ভারত। কিন্তু তিন ধরনের ক্রিকেটেই আইসিসি-র ক্রমতালিকায় এক নম্বর দল ছিল তারা।

ঝড়ের বেগে ছুটছে বায়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যারা এক বছর আগেও শিরোপা দূরে থাক, জয় নিয়েই সাতবার ভাবত! সেই বায়ার এবার বুন্দেসলিগার চ্যাম্পিয়ন। শুধু চ্যাম্পিয়ন বললে কমই বলা হবে। এই ক্লাবটিই এখন ইউরোপের অন্যতম শাসক। যারা কিনা একটানা ৪৯ ম্যাচে অজেয় থাকার রেকর্ড গড়েছে। এমন বাধাহীনভাবে ছুটে চলার সুযোগ আর ক'টা ক্লাবের হয়। এখন থেকে ঠিক ৬০ বছর আগে পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকা এভাবে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছিল। তাদের সামনে যে প্রতিযোগিতাই পড়ত, কিছুতেই থামানো যেত না। এতদিন তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি ম্যাচে অপ্রতিরোধ্য থাকতে। এবার তাদের ছাড়িয়ে গেল জাভি আলোনসোর লেভারকুজেন। বৃহস্পতিবার রাতে ইউরোপা লিগের সেমিতে দুই লেগ মিলিয়ে রোমাকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে। এখন তাদের সামনে দুটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। ইউরোপা লিগ, আরেকটি জার্মান কাপ। তেমনটা হলে ঘরোয়া ট্রেবল জয়ের স্বাদও পাবে লেভারকুজেন।

এমন স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন ক্লাবটির কোচ আলোনসো। তিনি তো এবার তিনটি ট্রফি একসঙ্গে দেখার অপেক্ষায়। যার একটি বুন্দেসলিগা এরই মধ্যে জেতা হয়ে গেছে। বাকি দুটি জিতলে মৌসুমটা হবে খেলেছেন একটা সময়। সেখান থেকে কোচিংয়ে হাতেখড়ি রিয়াল সোসিয়েদাদের বি টিম দিয়ে। এর পর ২০২২ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় বায়ার লেভারকুজেনকে। যদিও প্রথম দিকটা তাঁর জন্য ছিল বেশ কঠিন। দলটা গোছাতে অনেকটা সময় ব্যয় করে ফেলেন। তবে বছরের পর বছর হতাশ হওয়া ক্লাবটি এবার আশা দেখেছিল আলোনসোকে পেয়ে। তিনিও আর কাঁদতে দেননি। এবার ঠিকই পুরোনো সব হিসাব চুকিয়ে দেন দারুণভাবে। বায়ার্ন-ডর্টমুন্ডের মতো ক্লাবের রাজত্ব ভেঙে জার্মান লিগের মুকুট নেন সবার আগে। এবার আরও দুটি শিরোপার সুবাস নিয়ে রঙিন স্বপ্ন বুনেছেন হৃদয়ে। বৃহস্পতিবার শেষের ঝলকে রোমাকে স্তব্ধ করে দিয়ে আলোনসো শুনিয়েছেন আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা, 'এখন আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ফাইনাল খেলব। আজ ওদের (রোমার) দ্বিতীয় গোলের পর আমরা নিজেদের চরিত্র দেখাতে পেরেছি। আমি আমার ছেলেদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, ওরা আরও চায়। আমাদের এখনও তিনটি ট্রফি জেতার সুযোগ আছে। আমার ছেলেরা তিনটিই জেতার যোগ্য।'

বর্ণিল। কারণ ১১৯ বছরের ইতিহাসে এতটা দারুণ সময় আগে কখনও আসেনি বায়ারের। এবারের আগে শতবর্ষ পার করা ক্লাবটি মোট তিনটি শিরোপা জেতে। যার একটি জার্মান কাপ। সেটাও ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে। তারও আগে ইউরোপা লিগ ঘরে তোলে ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে। জার্মানির শীর্ষ লিগে খেলা এই ক্লাবটি এতদিনেও পায়নি নিজেদের সেরা সাফল্য। এবার আলোনসো আসার পর সব কিছু নিমেষেই বদলাতে থাকে।

তাইতো ক্লাবটির এগিয়ে যাওয়ার গল্প বলতে গেলে আলোনসোকে নিয়ে বলতেই হবে। রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, বায়ার্ন মিউনিখে

নামিবিয়ার বিশ্বকাপ দলে নেই

টি-টোয়েন্টির দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান নামিবিয়ার জান নিকোল লফটি-ইটন। অথচ তাকে ছাড়াই কিনা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে নামিবিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আসরে সুযোগ মেলেনি এই হার্ডহিটার ব্যাটসম্যানের। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ সদস্যের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছেন আফ্রিকার দেশটি। তাতে লফটি-ইটনের না থাকা বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। কেন নেই? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো। তাদের ধারণা, দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙার দায়ে দলে ডাক পাননি বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৩৩ বলে সেঞ্চুরি করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন লফটি-ইটন। এরপর মার্চে আফ্রিকান গেমসে নিয়ম ভাঙার অপরাধে তাকে সেমি-ফাইনালের আগে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই দলের বাইরে আছেন ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

নামিবিয়ার এবারের স্কোয়াডে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। আগের বিশ্বকাপে খেলা ১০ জনকেই এবারের দলে রেখেছে তারা। প্রতিবারের মতো এবারের বিশ্বকাপেও নামিবিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন জেরার্ড এরাসমাস। ২০২১ ও ২০২২ আসরে তার নেতৃত্বেই খেলেছিল দলটি।

টি-টোয়েন্টি বিশকাপের এবারের আসরে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওমানের সঙ্গে 'বি' গ্রুপে আছে নামিবিয়া। ৩ জুন ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আফ্রিকার দলটি।

নামিবিয়া বিশ্বকাপ দল: জেরার্ড এরাসমাস (অধিনায়ক), জেন গ্রিন, মাইকেল ফন লিনগেন, ডিলান লিচার, রুবেন ট্রাম্পেলমান, জ্যাক ব্র্যাসেল, বেন শিকঙ্গো, টানগেনি লুনগামেনি, নিকো ডেভিন, জেজে স্মিট, জন ফ্রাইলিঙ্ক, জেপি কোটজে, ডেভিড ভিসা, বের্নার্ড শুলজ, মালান ক্রুগার, পিডি ব্লিগনাট।

কনফারেন্স লিগে

ফিওরেন্তিনার কাছে ধরাশায়ী অ্যাস্টন ভিলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কনফারেন্স লিগের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলো অ্যাস্টন ভিলা। প্রথম লেগে পিছিয়ে পড়া দলটি প্রতিরোধ গড়তে পারল না দ্বিতীয় লেগেও। আরেক সেমিফাইনালে ক্লাব ব্রুগকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ফিওরেন্তিনা।

প্রথম লেগে ৪-২ গোলে পিছিয়ে পড়া অ্যাস্টন ভিলা বৃহস্পতিবার (৯ মে) রাতে দ্বিতীয় লেগে অলিম্পিয়াকোসের কাছে হেরেছে ২-০ গোলে। অন্য ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছিল ক্লাব ব্রুগ ও ফিওরেন্তিনা। তবে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শিরোপার মঞ্চে পা রাখে ফিওরেন্তিনা।

আগের ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকায় অ্যাস্টন ভিলার গোলপোস্টের নিচে ছিলেন না আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। তার অনুপস্থিতিতে গোলপোস্ট ঠিকঠাক সামলাতে পারেননি রবিন ওলসেন। আধিপত্য করে খেললেও ওই ম্যাচে ৪-২ গোলে হেরেছিল ভিলা। তবে দ্বিতীয় লেগে মার্টিনেজ ফিরলেও ভাগ্য সহায় হয়নি ভিলার। প্রতিপক্ষের মাঠে পুরোপুরি আধিপত্য করে খেললেও কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায়নি তারা। ৭৪ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ১৫টি শট নেয় ইংলিশ ক্লাবটি। যার ৪টি ছিল লক্ষ্য বরাবর।

বিপরীতে মাত্র ২৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ২টি গোল আদায় করে নেয় গ্রিক ক্লাবটি। ম্যাচ শুরুর দশম মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন আইয়ুব এল কাবি। আগের ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছিলেন এ মরক্কান ফরোয়ার্ড। এদিনও অ্যাস্টন ভিলাকে হতাশায় ডুবিয়েছেন তিনি। ম্যাচের ৭৮তম মিনিটে নিজের জোড়া গোল তুলে নেন তিনি। ভিলার অফসাইড ফাঁদ এড়িয়ে ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে মার্টিনেজকে পরাস্ত করে গোল আদায় করে নেন তিনি। তাতে দুই লেগ মিলিয়ে একাই তিনি করেন ৫ গোল। ৬-২ ব্যবধানে হেরে বিদায় নেয় ভিলা।

অলিম্পিয়াকোস-ভিলার ম্যাচ একপেশে হলেও অবশ্য আরেক সেমিফাইনালে জমে উঠেছিল লড়াই। প্রথম লেগে ৩-২ গোলে পিছিয়ে থাকা ক্লাব ব্রুগ এদিন ম্যাচ শুরুর ২০তম মিনিটেই লিড পেয়েছিল। সুযোগ তৈরি হয়েছিল ফাইনালে ওঠার। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ৮৫তম মিনিটে পেনাল্টি উপহার দিয়ে সে সুযোগ নষ্ট করে বেলজিয়ান ক্লাবটি। সফল স্পটকিকে ফিওরেন্তিনাকে ফাইনালে পৌঁছে দেন লুকাস বেলত্রান। শিরোপার লড়াইয়ে আগামী ২৯ মে মুখোমুখি হবে অলিম্পিয়াকোস-ফিওরেন্তিনা।

কোপা আমেরিকার দলে

যোগ দিতে পারেন নেইমার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রে ২০ জুন শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার জন্য গতকাল ২৩ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। চোটের কারণে সেই তালিকায় নাম নেই নেইমার জুনিয়রের। লম্বা সময় ধরে তিনি চোটের মধ্যে আছেন। অবশ্য নেইমার স্কোয়াডে না থাকলেও কোপায় তার খেলার সম্ভাবনা এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

আগামী ২৩ মে পর্যন্ত কোপার স্কোয়াড পরিবর্তনের সুযোগ আছে। যেহেতু ব্রাজিল ২৩ জনের নাম ঘোষণা করছে, তাই তারা আরও ৩ জন ফুটবলার স্কোয়াডে যোগ করতে পারবে। সেই সুযোগে নেইমার দলে ফিরলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনকি ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়রও নেইমারকে নিয়ে আশা দেখছেন।

গতকাল স্কোয়াড ঘোষণার পর কোচ বলেন, 'আমাদের নায়কের প্রয়োজন এবং একজন নায়ক নয়..দায়িত্বের বিভাজন আমাদের দলে শক্তি বাড়াবে। সৃষ্টিকর্তা চাইলে, নেইমারের মতো খেলোয়াড়ের খেলার কিছুটা হলেও সম্ভাবনা আছে।'

ক্লাবের হয়ে ম্যাচে চোটে পড়ায় রিচার্লিসনের জায়গা হয়নি বলে জানিয়েছেন দরিভাল। তাছাড়া পারফরম্যান্সের জন্য বাদ পড়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কাসেমিরো।

৩২ বছর বয়সী কাসেমিরোর বাদ পড়া প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র বলেছেন, 'ম্যানচেস্টারে তিন মাস আগে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার এবং দল নিয়ে আমার ভাবনা কী, সেসব তাকে বুঝিয়ে বলেছি।'

সর্বশেষ ২০২১ কোপা আমেরিকার ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল ব্রাজিল। সর্বশেষ ২০১৯ সালে কোপা আমেরিকা জিতেছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

বিশ্বকাপ: কোহলিকে নিয়ে যে পরামর্শ দিলেন সৌরভ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে নিয়মিত ওপেন করেন বিরাট কোহলি। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাকে হয়তো তিনে নামতে হবে। সৌরভ গাঙ্গুলি মনে করেন, বিশ্বকাপে কোহলিকে দিয়ে অবশ্যই ওপেন করানো দরকার। আইপিএলের পারফরম্যান্সের কথা ভেবেই এ কথা বলেছেন সৌরভ।

এই মুহূর্তে আইপিএলে কমলা টুপির মালিক কোহলি। ১২ ম্যাচে ৬৩৪ রান করেছেন। গড় ৭০.৪৪। স্ট্রাইক রেট ১৫৩.৫১। সেই প্রসঙ্গে সৌরভ সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, 'কোহলি অসাধারণ খেলছে। বৃহস্পতিবার রাতে কোহলি যেভাবে ব্যাট করল এবং দ্রুত ৯০ রান করে ফেলল, তাতে ওকে দিয়ে অবশ্যই বিশ্বকাপে ওপেন করানো দরকার। আইপিএলে ওপেন করতে নেমে গত কয়েকটা ইনিংসে যা খেলেছে সেটা দেখেই বলছি।'

ভারতের বিশ্বকাপ দলে যথেষ্ট ভারসাম্য রয়েছে বলে মনে করেন সৌরভ। ১৭ বছরের ট্রফি খরা তারা কাটাতে পারবে বলেই বিশ্বাস সৌরভের। তার কথায়, 'অসাধারণ একটা দল। সবচেয়ে ভাল যে দলটা বাছা যেত সেটাই হয়েছে। ব্যাটিংয়ের গভীরতাই শুধু নয়, বোলিং বিভাগও দারুণ লাগছে।'

সৌরভের সংযোজন, 'এই মুহূর্তে বুমরা বিশ্বের সেরা পেস বোলার। কুলদীপ, অক্ষর, সিরাজের মধ্যে অভিজ্ঞ বোলারেরা রয়েছে। এখন আমাদের হাতে থাকা এটাই সেরা কম্বিনেশন।'

সম্প্রতি বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন দীনেশ কার্তিক। তবে দলে ঠাঁই হয়নি। সৌরভের মতে, উইকেটকিপার হিসাবে ঋষভ পান্ত এবং সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে ঠিক কাজই করেছেন নির্বাচকেরা।

সৌরভ বলেছেন, 'দীনেশ ভাল খেলেছে ঠিকই। কিন্তু ওর থেকেও ভাল ক্রিকেটার রয়েছে। সঞ্জু এবং পান্তকে বাদ দেওয়া যায় কোনও মতেই।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR